শবে কদরের আমল

এইচ.এইচ.এস আসিফ আলী ইমামী

maqtabethaqalayn.com

শবে কদরের আমল

এইচ.এইচ.এস আসিফ আলী ইমামী

প্রকাশকঃ মাক্তাবে সাকলাইনব

www.maqtabethaqalayn.com

Maqtab e Taqalayn

maqtabthaqlayn@gmail.com

01924892101

47/1, Projapara, Pirganj, Rangpur.

maqtabethaqalayn.com

Amin e Maqtb e Thaqalayn

HHS Asif Ali Imamy

maqtabethaqalayn.com

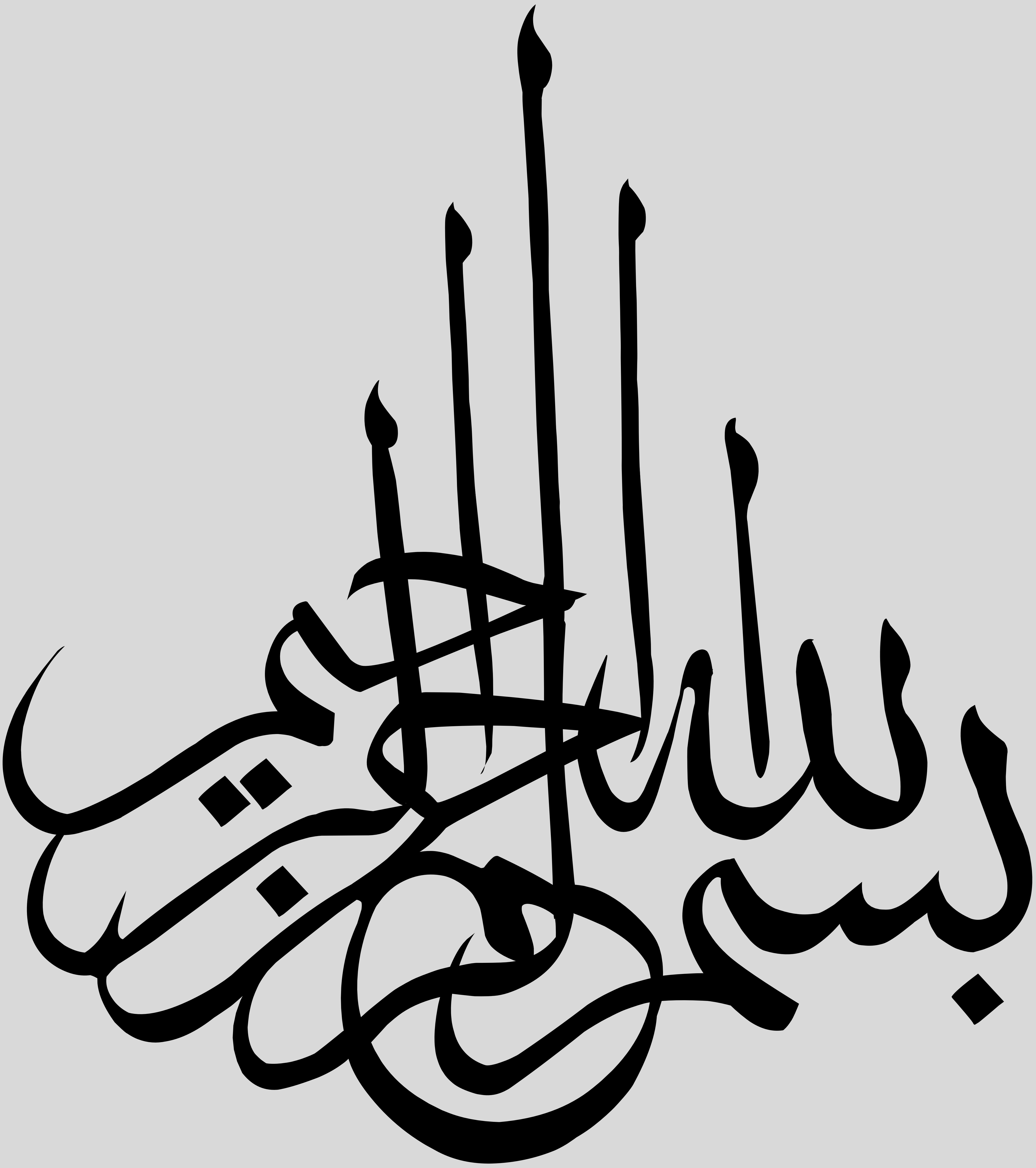

মাহে রমজানের ১৯, ২১ ও ২৩তম রাত

শবে কদরের আমল দুই প্রকার: ১. আমালে মুশতারাকা (সাধারণ আমল): যা শবে কদরের তিনটি রাতেই পালন করা হয়। ২. আমালে মাখসুসা (বিশেষ আমল): যা শবে কদরের প্রতিটি রাতের জন্য নির্দিষ্ট।

৩. কুরআন মাজিদ সামনে রেখে দোয়া: পবিত্র কুরআন খুলে নিজের সামনে রাখবেন এবং এই দোয়াটি পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُکَ بِکِتَابِکَ الْمُنْزَلِ وَمَا فِیْهِ وَفِیْهِ اسْمُکَ الْاَکْبَرُ وَ اَسْمَآؤُکَ الْحُسْنیٰ وَمَا یَخَافُ وَ یُرْجیٰۤ اَنْ تَجْعَلَنِیْ مِنْ عُتَقَآئِکَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিকিতা-বিকাল মুনঝালি ওয়া মা ফীহি, ওয়া ফীহিস্‌ মুকাল আকবারু ওয়া আসমা-উকাল হুসনা ওয়া মা ইউখা-ফু ওয়া ইউরজা- আন তাজআ’লানী মিন্‌ উ’তাক্ক-ইকা মিনান নার।

৪. কুরআন মাথায় রেখে দোয়া: কুরআন মাজিদ মাথায় রেখে বলবেন:

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذَاالْقُرْاٰنِ وَبِحَقِّ مَنْ اَرْسَلْتَهٗ بِهٖ وَبِحَقِّ كُلِّ
مُؤْمِنٍ مَّدَحْتَهٗ فِيْهِ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلَآ اَحَدَ اَعْرَفُ
بِحَقِّكَ مِنْكَ

আল্লা-হুম্মা বি-হাক্বক্বি হা-যাল ক্বুরআ-নি ওয়া বি-হাক্বক্বি মান আরসালতাহূ বিহি, ওয়া বি-হাক্বক্বি কুল্লি মু'মিনিন মাদাহতাহূ ফীহি, ওয়া বি-হাক্বক্বিকা আলাইহিম ফালা- আহাদা আ'রাফু বি-হাক্বক্বিকা মিনকা।

(অর্থ: হে আল্লাহ! এই কুরআনের উসিলায়, যাকে দিয়ে এই কুরআন পাঠিয়েছ তাঁর উসিলায়, যার প্রশংসা এতে করেছ সেই মুমিনদের উসিলায় এবং তাদের ওপর তোমার যে অধিকার রয়েছে তার উসিলায়—কেননা তোমার হক সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।)

এরপর কুরান মাথায় রেখে পড়তে হবে

- ১০ বার: بِكَ يَا اَللّٰهُ (বিকা ইয়া আল্লাহ)
- ১০ বার: بِمُحَمَّدٍ (বি-মুহাম্মাদিন)
- ১০ বার: بِعَلِيٍّ (বি-আলিইয়িন)
- ১০ বার: بِفَاطِمَةَ (বি-ফাতিমাতা)
- ১০ বার: بِالْحَسَنِ (বিল-হাসানি)
- ১০ বার: بِالْحُسَيْنِ (বিল-হুসাইনি)
- ১০ বার: بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (বি-আলি ইবনিল হুসাইন)
- ১০ বার: بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (বি-মুহাম্মাদ ইবনে আলি)
- ১০ বার: بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (বি-জা’ফার ইবনে মুহাম্মাদ)
- ১০ বার: بِمُوْسَى بْنِ جَعْفَرٍ (বি-মুসা ইবনে জা’ফার)
- ১০ বার: بِعَلِيِّ بْنِ مُوْسٰى (বি-আলি ইবনে মুসা)
- ১০ বার: بِمُحَمَّ□□ بْنِ عَلِيٍّ (বি-মুহাম্মাদ ইবনে আলি)
- ১০ বার: بِعَلِيِّ بْنِ مُ□□مَّدٍ (বি-আলি ইবনে মুহাম্মাদ)
- ১০ বার: بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (বিল-হাসান ইবনে আলি)
- ১০ বার: بِالْحُجَّةِ (বিল-হুজ্জাতিল ক্বা-য়িম)

maqtabethaqalayn.com

৫. জিয়ারতে ইমাম হুসাইন (আ.): বর্ণিত আছে যে, শবে কদরে সপ্তম আকাশে আরশের নিকট থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন যে—আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জিয়ারতের জন্য এসেছে।

৬. শব-বেদারি বা রাত্রি জাগরণ: এই রাতগুলোতে জেগে ইবাদত করা। হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি শবে কদরে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে—চাই তা আকাশের তারকা, পাহাড়ের বিশালতা বা সমুদ্রের পানির সমানই হোক না কেন।

৭. ১০০ রাকাত নামাজ: প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার সূরা তাওহীদ (ইখলাস) পড়তে হয়।

maqtabethaqalayn.com

শবে কদরের বিশেষ দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَمۡسَیۡتُ لَکَ عَبۡدًا دَاخِرًا لَّآ اَمۡلِکُ لِنَفۡسِیۡ
عَنۡهَا سُوۡٓءًا اَشۡهَدُ □□اَنَفۡعًا وَّلَا ضَرًّ ا وَ لَآ اَصۡر
بِضَعۡفِ قُوَّتِیۡ □□بِذَالِکَ عَلٰی نَفۡسِیۡ وَاَعۡتَرِفُ لَ
□□وَقِلَّةِحِیۡلَتِیۡ فَصَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّ
وَّاَنۡجِزۡلِیۡ مَا وَعَدۡتَّنِیۡ وَجَمِیۡعَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَالۡمُؤۡمِنَاتِ
مِنَ الۡمَغۡفِرَةِ فِیۡ هٰذِهِ اللَّیۡلَةِ وَ اَتۡمِمۡ عَلَیَّ مَآ اَتَیۡتَنِیۡ
الۡمُسۡتَکِیۡنُ الضَّعِیۡفُ □□کَ الۡمِسۡکِیۡ□□فَاِنِّیۡ عَبۡ
اَللّٰهُمَّ لَا تَجۡعَلۡنِیۡ نَاسِیًاالذِّکۡرِکَ □□الۡفَقِیۡرُ الۡمَهِیۡ
فِیۡمآ اَوۡ لَیۡتَنِیۡ وَلَا غَافِلًا لِاِّحسَانِکَ فِیۡمآ
نۡ اِجَابَتِکَ وَاِنۡ اَبۡطَاَتۡ□□□اَنِیۡ وَ لَآ اٰیِسً□□اَعۡطَیۡ
آءٍ اَوۡ عَافِیَةٍ□□عنِّیۡ فِیۡ سَرّآءَ اَوۡ ضَرَّآءَ اَوۡ شِدَّةٍ اَوۡ رَ
اَوۡ نَعۡمَآءَ اِنَّکَ سَمِیۡعُ الدُّعَاءِ □□اَوۡ بَلَاءٍ اَوۡ بُؤۡ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আমসাইতু লাকা আবদান দাখিরান লা আমলিকু লিনাফসী নাফআঁও ওয়ালা দাররাঁও ওয়ালা আসরিফু আনহা সূআ। আশহাদু বি-যালিকা আলা নাফসী ওয়া আ'তারিফু লাকা বি-দ'ফি কুউওয়াতি ওয়া কিল্লাতি হিলাতি। ফাসাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলি মুহাম্মাদ। ওয়া আনজিজলী মা ওয়া-আদতানী ওয়া জামি'আল মু'মিনিনা ওয়াল মু'মিনাত মিনাল মাগফিরাতি ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়া আতমিম আলাইয়া মা আতাইতানী ফা-ইন্নী আবদুকাল মিসকিনুল মুস্তাকিনুদ দ'ঈফুল ফাকীরুল মাহীন। আল্লাহুম্মা লা তাজআলনী নাসিয়াল লিযিকিরকা ফীমা আওলাইতানী ওয়ালা গাফিলাল লি-ইহসানিকা ফীমা আ'তাইতানী ওয়ালা আয়িসাম মিন ইজাবাতিকা ওয়া ইন আবত্ব-আত আন্নী ফী সাররা-আ আও দাররা-আ আও শিদ্দাতি আও রাখা-ইন আও আফিয়াতি আও বালা-ইন আও বু'সিন আও না'মা-আ ইন্নাকা সামীউদ দু'আ।

maqtabethaqalayn.com

maqtabethaqalayn.com

maqtabethaqalayn.com

maqtabethaqalayn.com

আল্লামা মজলিসী (রহ.)-এর নসিহত:
তিনি বলেন, এই রাতগুলোর সর্বোত্তম আমল হলো নিজের গুনাহ মাফ বা মাগফিরাতের দোয়া করা। নিজের জন্য এবং নিজের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এবং জীবিত ও মৃত মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা। পাশাপাশি যথাসম্ভব মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র বংশধরদের ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, শবে কদরের তিনটি রাতেই 'দোয়া-এ-জওশানে কবির' পাঠ করতে হবে।

আমালে মাখসুসা (বিশেষ আমল):
যা শবে কদরের নির্দিষ্ট রাতগুলোর জন্য বিশেষায়িত।
১৯শে রমজানের রাত:
এটি শবে কদরের প্রথম রাত। শবে কদর এমন এক মহান রাত যার ফজিলতের কাছে সাধারণ কোনো রাত পৌঁছাতে পারে না। কারণ এই রাতের আমল হাজার মাসের আমলের চেয়েও উত্তম।
এই রাতেই ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং 'রুহ' (যিনি সমস্ত ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ) ফেরেশতাদের সাথে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই ফেরেশতারা ইমামুল আসর (আ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং যার ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারিত হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ হযরতের কাছে পেশ করেন।

১৯শে রমজান রাতের আমল:
১. ১০০ বার এই জিকিরটি পড়া:
اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ رَبِّیْ وَ اَتُوْبُ اِلَیْہِ (উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী ওয়া আতুবু ইলাইহ।)
২. আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর হত্যাকারীদের ওপর লানত পাঠানো:
اَللّٰھُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ (উচ্চারণ: আল্লাহুম্মালআন কাতালতা আমীরিল মু’মিনীন।)

৩. এই দোয়াটি পড়া:
اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ فِیْمَا تَقْضِیْ وَتُقَدِّرُ مِنَ الْاَمْرِ الْمَحْتُوْمِ وَ فِیْمَا تَفْرُقُ مِنَ الْاَمْرِ الْحَکِیْمِ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ فَی الْقَضَآءِالَّذِیْ لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَدَّلُ اَنْ تَکْتُبَنِیْ مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ الْمَبْرُوْرِحَجُّھُمُ الْمَشْکُوْرِ سَعْیُھُمُ الْمَغْفُوْرِ ذُنُوْبُھُمُ الْمُکَفَّرِ عَنْھُمْ سَیِّئَاتُھُمْ وَاجْعَلْ فِیْمَا تَقْضِیْ وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطِیْلُ عُمْرِیْ وَتُوَسِّعَ عَلَیَّ فِیْ رِزْقِیْ وَتَفْعَلَ کَذَا وَ کَذَا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজআল ফীমা তাকদী ওয়া তুকাদ্দিরু মিনাল আমরিল মাহতূমি ওয়া ফীমা তাফরুকু মিনাল আমরিল হাকীমি ফী লাইলাতিল কাদরি ওয়া ফিল কদা-ই আল্লাযী লা ইউরাদ্দু ওয়া লা ইউবাদ্দালু আন তাকতুবানী মিন হুজ্জাজি বাইতিকাল হারামিল মাবরুরি হাজ্জুহুমুল মাশকুরি সাইয়ুহুমুল মাগফুরি যুনুবুহুমুল মুকাফফারি আনহুম সাইয়িআতুহুম, ওয়াজআল ফীমা তাকদী ওয়া তুকাদ্দিরু আন তুত্বীলা উমরী ওয়া তুওয়াসসিআ আলাইয়া ফী রিযকী ওয়া তাফআলা কাযা ওয়া কাযা।

(দ্রষ্টব্য: দোয়ার শেষে "কাযা ওয়া কাযা" এর জায়গায় নিজের মনের ইচ্ছার কথা বলবেন।)

maqtabethaqalayn.com

২১শে রমজানের রাত

এই রাতের ফজিলত ১৯শে রমজানের রাতের চেয়েও বেশি। সুতরাং ১৯শে রমজানের রাতের সাধারণ আমলসমূহ (আমালে মুশতারাকা) এই রাতেও পালন করবেন। আমলগুলো হলো: ১. গোসল করা ২. শব-বেদারি (রাত্রি জাগরণ) ৩. জিয়ারত (ইমাম হুসাইন আ.-এর) ৪. সূরা হামদ-এর পর ৭ বার সূরা ইখলাস দিয়ে দুই রাকাত নামাজ ৫. মাথায় কুরআন রাখার আমল ৬. ১০০ রাকাত নামাজ ৭. দোয়া-এ-জওশানে কবির

২৩শে রমজানের রাত

১. হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত যে, এই রাতে যে ব্যক্তি সূরা আনকাবুত ও সূরা রুম পাঠ করবে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২. সূরা হা-মীম ও সূরা দুখান পাঠ করা। ৩. এক হাজার বার সূরা কদর পাঠ করা। ৪. ইমামে জামানা (আ.)-এর জহুর বা আবির্ভাবের দোয়া (দোয়ায়ে সালামাতি) পাঠ করা। ৫. ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জিয়ারত পাঠ করা।

maqtabethaqalayn.com

এই দোয়াটি পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَ امْدُدلِیْ فِیْ عُمْرِیْ وَ اَوْسِعْ لِیْ فِیْ رِزْقِیْ
وَاَصِحَّ لِیْ جِسْمِیْ وَبَلِّغْنِیْ وَاِنْ کُنْتُ مِنَ الْاَشْقِیَآءِ
فَامْحُنِیْ مِنَ الْاَشْقِیَآءِ وَاکْتُبْنِیْ مِنَ السُّعَدَآءِ فَاِنَّکَ
قُلْتُ فِیْ کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ عَلٰی نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ
صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَآلِهٖ یَمْحُو اللّٰهُ مَا یَشَآءُ وَیُثْبِتُ وَ
عِنْدَهٗٓ اُمُّ الْکِتابِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মান-দুদ লী ফী উমরী, ওয়া আওসি’ লী ফী রিযকী, ওয়া আছহীহ লী জিসমী, ওয়া বাল্লিগনী আমালী। ওয়া ইন কুনতু মিনাল আশকিয়া-ই ফামহুনী মিনাল আশকিয়া-ই ওয়াকতুবনী মিনাস সু’আদা-ই। ফায়িন্নাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনযালি আলা নাবিয়্যিকাল মুরসালি সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলিহি— 'ইয়ামহুল্লাহু মা ইয়াশা-উ ওয়া ইয়ুছবিতু ওয়া ইনদাহু উম্মুল কিতাব'।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমার আয়ু বৃদ্ধি করো, আমার রিজিক প্রশস্ত করো, আমার শরীর সুস্থ রাখো এবং আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাও। আর যদি আমি হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হই, তবে আমার নাম সেখান থেকে মুছে দাও এবং আমাকে সৌভাগ্যবানদের তালিকায় লেখো। কারণ তুমি তোমার প্রেরিত নবীর ওপর অবতীর্ণ কিতাবে বলেছ— ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মুছে ফেলেন এবং যা ইচ্ছা স্থির রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব।’

আরও একটি দোয়া পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ اَوْفَرِ عِبَادِکَ نَصِيْبًا مِّنْ کُلِّ خَيْرًا
اَنْزَلْتَهٗ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَاَنْتَ مُنْزِلُهٗ مِنْ نُوْرٍ تَهْدِى بِهٖ اَوْ
رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا اَوْ رِزْقٍ تَقْسِمُهٗ اَوْبَلَآءٍ تَدْفَعُهٗ اَوْ ضُرٍّ
تُكْشِفُهٗ وَاكْتُبْ لِىْ مَا كَتَبْتَ لِاَوْلِيَآءِکَ الصَّالِحِىْ
الَّذِيْنَ اسْتَوْجَبُوْا مِنْکَ الثَّوَابَ وَاٰمِنُوْا بِرِضَاکَ عَنْهُمْ
مِنْکَ الْعِقَابِ يَاكَرِيْمُ يَاكَرِيْمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍوَافْعَلْ بِىْ ذَالِکَ بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ-আলনী মিন আওফারি ইবাদিক নাসীবাম মিন কুল্লি খাইরিন আনযালতাহু ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়া আনতা মুনযিলুহু; মিন নূরিন তাহদী বিহী, আও রাহমাতিন তানশুরুহা, আও রিযকিন তাকসিমুহু, আও বালা-ইন তাদফাউহু, আও দুররিন তাকশিফুহু। ওয়াকতুব লী মা কাতাবতা লি-আউলিয়া-ইকাস সালিহীনাল্লাযীনাস তাওজাবূ মিনকাছ ছাওয়া-বা ওয়া আমীনূ বি-রিদাকা আনহুম মিনকাল ইকাবি। ইয়া কারীমু ইয়া কারীমু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলি মুহাম্মাদ; ওয়াফআল বী যালিকা বি-রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! তুমি এই রাতে যা কিছু কল্যাণ অবতীর্ণ করবে, আমাকে তোমার সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো যারা তাতে সবচেয়ে বেশি অংশ পাবে। অর্থাৎ সেই নূর—যার মাধ্যমে তুমি পথ দেখাও, সেই রহমত—যা তুমি ছড়িয়ে দাও, সেই রিজিক—যা তুমি বণ্টন করো, সেই বিপদ—যা তুমি হরণ করো এবং সেই দুঃখ—যা তুমি দূর করো। আমার জন্য তাই লেখো যা তুমি তোমার নেককার বন্ধুদের জন্য লিখেছ, যারা তোমার পুরস্কারের যোগ্য হয়েছে এবং তোমার সন্তুষ্টির কারণে আজাব থেকে নিরাপদ হয়েছে। হে মহানুভব! হে দয়ালু! হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করো এবং তোমার দয়ায় আমার জন্য তা-ই করো (যা আমি প্রার্থনা করেছি)। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু!

(মফাতিহুল জিনান কিতাব থেকে গৃহীত)

maqtabethaqalayn.com

يَا رَبِّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْرًا مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ وَّرَبَّ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالظُّلَمِ وَالْاَنْوَارِ وَالْاَرْضِ
وَالسَّمَآءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَآ مَنَّانُ يَآ اللّٰهُ يَآ
رَحْمٰنُ يَآ اللّٰهُ يَآ قَيُّوْمُ يَآ اللّٰهُ يَآ بَدِيْعُ يَآ اللّٰهُ يَآ اللّٰهُ يَآ
اللّٰهُ لَکَ الْاَسْمآءُ الْحُسْنىٰ وَالْاَمْثَالُ الْعُلْيَا وَالْكِبْرِيآءُ
وَالْاٰلَآءُ اَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْ
تَجْعَلَ اسْمِیْ فِیْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فِی السُّعدَآءِ وَ رُوْحِی مَعَ
الشُّهَدَآءِ وَ اِحْسَانِیْ فِیْ عِلِّيِّنَ وَ اِسَآئَتِیْ مَغْفُوْرَةً وَّ اَنْ
تَهَبَ لِیْ يَقِيْنًا تُبَاشِرُ بِهٖ قَلْبِیْ وَ اِيْمَاناً يُّذهِبُ الشَّکَّ
عَنِّیْ وَتُرْضِيَنِیْ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ وَاٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّ فِی الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ الْحَرِيْقِ وَارْزُقْنِیْ
کَ وَالرَّغْبَةَ اِلَيْکَ وَالْاِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ فِيْهَا ذِكْرَکَ وَشُكْ
لَهْ مُحَمَّدًا وَّآلِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِمُ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا وَفَّقْ
السَّلَامُ

বাংলা উচ্চারণ: ইয়া রাব্বি লাইলাতিল কাদরি ওয়া জা-ইলাহা খাইরাম মিন আলফি শাহরিন, ওয়া রাব্বাল লাইলি ওয়ান নাহারি ওয়াল জিবালি ওয়াল বিহারি ওয়াজ জুল্লামি ওয়াল আনওয়ারি ওয়াল আরদি ওয়াস সামা-ই। ইয়া বারিয়ু ইয়া মুসউয়্যিরু ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া আল্লাহু ইয়া কাইয়্যুমু ইয়া আল্লাহু ইয়া বাদীউ ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ। লাকাল আসমাউল হুসনা ওয়াল আমছালুল উলিয়া ওয়াল কিবরিয়াউ ওয়াল আ-লা-উ। আসআলুকা আন তুসাল্লিয়া আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলি মুহাম্মাদ। ওয়া আন তাজআলাস মী ফী হাযিহিল লাইলাতি ফিস সুআদা-ই ওয়া রূহী মাআশ শুহাদা-ই ওয়া ইহসানী ফী ইল্লিয়্যিনা ওয়া ইসাআতী মাগফূরাহ। ওয়া আন তাহাবা লী ইয়াকীনান তুবাশিরু বিহী কালবী ওয়া ঈমানাই ইয়ুযহিবুশ শাক্কা আন্নী ওয়া তুরদিয়ানী বিমা কাসামতা লী। ওয়া আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান নারিল হারীক। ওয়ারযুকনী ফীহা যিকরাকা ওয়া শুকরাকা ওয়ার রাগবাতা ইলাইকা ওয়াল ইনাবাতা ওয়াত তাওবাহ।

maqtabethaqalayn.com

অনুবাদ: হে শবে কদরের প্রতিপালক! যিনি এই রাতকে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম করেছেন। হে রাত ও দিন, পাহাড় ও সমুদ্র, অন্ধকার ও আলো এবং পৃথিবী ও ত তাওফীকা লিমা ওয়াফফাকতা লাহূ মুহাম্মাদাঁও ওয়া আলি মুহাম্মাদিন আলাইহিমুস সালাম।

আকাশের প্রতিপালক! হে স্রষ্টা, হে রূপদানকারী, হে দয়াময়, হে পরম দাতা, হে আল্লাহ, হে পরম করুণাময়, হে আল্লাহ, হে চিরঞ্জীব, হে আল্লাহ, হে অনন্য স্রষ্টা, হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত সুন্দর নাম, উচ্চ উদাহরণ, মহিমা ও নেয়ামতসমূহ। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যেন তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করো এবং এই রাতে আমার নাম সৌভাগ্যবানদের তালিকায় এবং আমার আত্মাকে শহীদদের সাথে স্থান দাও; আমার সৎকাজগুলোকে 'ইল্লিয়্যিন'-এ (উচ্চস্থানে) কবুল করো এবং আমার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাকে এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকিন) দান করো যা আমার অন্তরকে স্পর্শ করবে এবং এমন ঈমান দাও যা আমার থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দেবে। তুমি আমার জন্য যা বণ্টন করেছ তাতে আমাকে সন্তুষ্ট রাখো। আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের জ্বলন্ত আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করো। এই রাতে আমাকে তোমার জিকির, তোমার শোকর, তোমার প্রতি অনুরাগ, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন ও তাওবা করার তাওফিক দাও; এবং সেই কাজের তাওফিক দাও যার তাওফিক তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের (আ.) দান করেছ।